দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

শিক্ষক সংকট

আমাদের চাঁদপুর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, চাঁদপুর জেলার প্রায় ৭০/৭৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল পর্যায়ে কৃষি বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কারণ শিক্ষক সংকট। কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসাতেই ন্যূনতম যোগ্যতা-সম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষকও নাই। বিএসসি শিক্ষক বা জীব-বিজ্ঞানের শিক্ষক দ্বারা অধিকাংশ স্কুলেই কোন রকমে কৃষি বিজ্ঞানের ক্লাস নেওয়া হয়, কোথাও কোথাও তাও হয় না। অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান যে, বিজ্ঞাপন দিয়াও কৃষি বিষয়ের জন্য শিক্ষক পাওয়া যায় না।

১৯৯৪ সাল হইতে ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত একশত নম্বরের কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। দাখিল মাদ্রাসাগুলিতে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে ১৯৯৫ সাল হইতে। কৃষি-প্রধান বাংলাদেশে স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উক্ত সিদ্ধান্ত ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত। উদ্যোগটি ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক একটি বিষয় পড়াইবার শিক্ষকই যদি না থাকে তবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা পাইবে কিভাবে? বরং উল্টা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিই সার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। মনে হয় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পূর্বে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তেমন গুরুত্ব নিয়া বিবেচনা করেন নাই। ফলে পরিণতি ভাল হয় নাই। শুধু চাঁদপুরে নহে দেশের সব অঞ্চলের সব স্কুল-মাদ্রাসাতেই কৃষি বিষয়ক শিক্ষকের সঙ্কট কম-বেশী চলিতেছে। সঙ্কট দূর করার লক্ষ্যে একটি বিকল্প পদক্ষেপ অবশ্য ইতিমধ্যে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু পদক্ষেপ তেমন কার্যকর প্রমাণিত হয় নাই।

স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে অতি সম্প্রতি। উদ্যোগটি নেওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষ মূলতঃ ব্যবহারিক এই বিষয়টি পড়াইবার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা নেয় নাই। এমনকি সাধারণ শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়া কৃষি বিষয়ক শিক্ষাদানে সক্ষম করিয়া গড়িয়া তোলার কোন পরিকল্পনাও সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের ছিল না। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এখন জোড়াতালি দিয়া স্কুল-মাদ্রাসায় কৃষি বিষয়ক 'শিক্ষা' শিক্ষার্থীদের দেওয়া হইতেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা কোন রকমে হয়তবা পরীক্ষার বৈতরণী পার হইয়া যাইতেছে, কিন্তু শিখিতেছে না কিছুই। কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় আসল উদ্দেশ্যই ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, শুধু কৃষি বিজ্ঞানের নহে, প্রায় সব বিষয়েই শিক্ষকের, বিশেষ করিয়া ভাল শিক্ষকের অভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকট। ইংরেজী শিক্ষকের অভাব সংক্রান্ত খবরতো প্রায়ই সংবাদপত্রের পাতা দখল করিয়া বসে। অথচ ভাল ও যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত। সুতরাং শিক্ষক তথা ভাল শিক্ষকের সংকট হইতে পরিত্রাণের জন্য অতি অবশ্যই জরুরী ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং উহার বাস্তবায়ন আবশ্যক। ওয়াকেবহাল মহল ক্রাশ প্রোগ্রামের কথা বলিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন শিক্ষকদের ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণের কথা। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিবেচ্য। বেতন-ভাতা সম্মানজনক না হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা তথা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এই পেশায় আসিতে উৎসাহী হইবে না ইহাই স্বাভাবিক। আর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় না আসিলে ভাল শিক্ষকের সঙ্কট কখনোই কাটিবে না।